



312009 - রমযানে সিয়াম পালনরে ফযলিত অর্জতি হব্রে রমযানরে সব দিনি রোযা রাখার মাধ্যমে

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি কোনে ওজর ছাড়া রমযানরে একটি দিনি খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমে কথিবা হস্তমথৈন করার মাধ্যমে রোযা ভঙেগছে সে কি "যে ব্যক্তি ঈমানরে সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তরি আশা নিয়ে রমযানরে রোযা রাখবে তার পূর্বরে সব গুনাহ মাফ করে দয়ো হবে" এ হাদসি উল্লেখতি সওয়াব থেকে বঞ্ছতি হবে? এ হাদসি অর্থ কি গোটো রমযান মাসরে রোযা রাখা? যে ব্যক্তি একদিনরে রোযা ভঙেগছে সে কি এ সওয়াব থেকে বঞ্ছতি হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি ঈমানরে সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তরি আশা নিয়ে রমযানরে রোযা রাখবে তার পূর্বরে সব গুনাহ মাফ করে দয়ো হবে।"[সহিহ বুখারী (৩৮) ও সহিহ মুসলিম (৭৫৯)]

রমযান মাসরে রোযা রাখা বাস্তবায়তি হবে সবগুলো দিনি রোযা রাখার মাধ্যমে। যে ব্যক্তি সব রোযা রাখনে তার ক্ষত্রে এ কথা সত্য নয় যে, সে গোটো রমযান রোযা রেখেছে। বরঞ্ছ তার ব্যাপারে সত্য হল: সে রমযানরে কিছু অংশ কথিবা কিছুদিনি রোযা রেখেছে।

কারমানী বলেন:

"হাদসি উক্তি: **صام رمضان** অর্থাৎ রমযানরে রোযা রেখেছে। আপনি যদি বলেন: নদিনে পক্ষে যতটুকু রোযা বলা যায় ততটুকু রোযা রাখলে কি যথেষ্ট হবে; এমনকি কেউ যদি মাত্র একদিনি রোযা রাখে সকে হাদসি অধিকৃত হবে?

আমি বলব: মানুষরে প্রচলনে 'রমযানরে রোযা রেখেছে' এ ব্যক্তরি ক্ষত্রে বলা হয় যে সবগুলো রোযা রেখেছে। প্রসঙ্গ থেকে এটি সুস্পষ্ট।

আপনি যদি বলেন: ওজরগ্রস্ত ব্যক্তি; যমেন রোগী যদি রোযা রাখতে না পারে। যদি সে রোগী না হত তাহলে রোযা রাখত।



যদি তার ওজর না থাকত তাহলে তার নয়িত ছিল রোযা রাখার: সবে কি এই হুকুমেরে অধিক্ত হব? আমবিলাব: হ্যাঁ।
যমেনভিববে রোগী যদি তার ওজরের কারণে বসে বসে নামায পড়ে সে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ব্যক্তির সমান সওয়াব পাবে।
ইমামগণ এ কথা বলছেন।"[আল-কাওয়াকবিদ দারারি (১/১৫৯)]

শাইখ মাহমুদ খাত্তাব আস-সুবকী (রহঃ) বলেন, হাদিসেরে উক্তি: **من صام رمضان الخ** যবে ব্যক্তি রমযানে রোযা রাখল..."
অর্থাৎ রমযানের সকল দিন রোযা রাখল। আর যবে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়া কিছু দিনেরে রোযা ভেঙেছে সে ব্যক্তি এই
প্রতদিন পাবে না। আর যবে ব্যক্তি ওজরের কারণে ভেঙেছে সে ব্যক্তি প্রতদিন পাবে; যদি সে তার উপর কাযা পালন বা
খাদ্য খাওয়ানো যটো আবশ্যিক হয় সটো পালন করে থাকে। ঐ ব্যক্তির মত যবে ব্যক্তি ওজরের কারণে বসে বসে নামায
পড়েছে সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর সওয়াব পাবে।"[আল-মানহাল আল-আযব আল-মাওরুদ শারহু সুনানে আবদিউদ
(৭/৩০৮) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

এই ব্যক্তির এই চতেন্য রাখা বাঞ্ছনীয় যবে, যদি এই মহান সওয়াব তার ছুটেও যায় তার অন্য অনেকে পথ খোলা রয়েছে।
তার কর্তব্য দরী না করে সে সুযোগগুলো গ্রহণ করা। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে— খালসি (ঐকান্তিকি) তাওবা
করা।

গুরুত্বপূর্ণ বধায় [13693](#) প্রশ্নোত্তরটিও পড়ুন।

রোযা রাখা ছাড়াও রমযান মাসেরে গুনাহ মোচনকারী আরও কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যমেন শেষে দশকে ঈমান ও সওয়াব পাওয়ার
আশা নিয়ে কয়ামুল লাইল পালন করা। আশা করা যায়, শেষে দশকে কয়াম পালনকারী লাইলাতুল ক্বাদর পাওয়ার
তাওফিকপ্রাপ্ত হবেন। এই রাতগুলোতে কয়াম পালন করার মধ্যে গুনাহ মাফও রয়েছে; যা রমযানের সয়াম পালনের মধ্যেও
রয়েছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যবে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যবে ব্যক্তি
লাইলাতুল ক্বাদরকে ঈমান ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশা নিয়ে কয়াম পালন করবে তার পূর্বেরে সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া
হবে।"[সহিহ বুখারী (৩৫) ও সহিহ মুসলিম (৭৬০)]

আপনি রমযান মাসে নকে আমলেরে ক্ষত্রেগুলো জানার জন্য ওয়েবসাইটেরে ২৫ নং প্রবন্ধটি পড়তে পারেন।

আমরা আপনাকে নমিনোক্ত কতিব পড়ার উপদেশে দচ্ছি:

হাফযে ইবনে হাজার-এর রচতি "**الخصال المكفرة للذنوب**" (আল-খসালুল মুকাফফরি লযি য়নুব) এবং শামসুদ্দনি আশ-



শারবনিরি রচতি "الخصال المكفرة للذنوب" (আল-খসালুল মুকাফ্ফরি লযি যুনুব) ।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ ।